রচনাভঙ্গির দিকে লক্ষ করলে দেখা যায়, বারোমাসিয়া গানগুলি নৈসর্গিক পরিবর্তনের সাপেক্ষে প্রেমিক-প্রেমিকার মানস অবস্থার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। একটি বারোমাসিয়া গান জ্যৈষ্ঠ মাস থেকে শুরু হয়ে বৈশাখ মাসে শেষ হয়েছে—

"জ্যৈষ্ঠ মাসে মিষ্টি ফল, আষাঢ়ে বরিষা কাল;
শ'ন মাসে যাবে নারীটার ভাবিতে চিন্তিতে।
... ...
ফাগুন মাসোতে তেগুণ জ্বালা, চৈত্ মাসে মন কালা
বৈশাখো মাসোতে যাবে পুরুষটা বৈদেশে।।"[১৭]

বারোমাসিয়া গানের ধারাটি কৃষিজীবন থেকে উদ্ভূত হলেও তা শিষ্ট সাহিত্যে প্রবেশ করেছে। মঙ্গলকাব্যগুলিতে বারোমাসিয়া ধারা একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ফুল্লরার বারোমাস্যা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। বৈশাখ মাস দিয়ে শুরু হয়েছে—'বৈশাখে বসন্ত ঋতু খরতর খরা' এবং চৈত্র মাসে শেষ হয়েছে—'মধুমাসে মলয়মারুত মন্দ মন্দ'[১৮]।

মঙ্গলকাব্যগুলির ন্যায় ময়মনসিংহ গীতিকায় নায়ক-নায়িকার বিরহভাবনা প্রকাশের ক্ষেত্রে বারোমাসিয়া গানের ব্যবহার লক্ষ করা যায়; যেমন—'মহুয়া' পালায় নদের চাঁদের বিরহ বর্ণনার ক্ষেত্রে বারোমাস্যার বর্ণনা পাওয়া যায়—

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ না মাস গেল এই মতে।
কাইন্দা বেড়ায় নদীয়ার ঠাকুর উচানীচা পথে।।
আষাঢ়-শ্রাবণ মাস এই রূপে যায়।
পূবেতে গরজিয়া দেওয়া পশ্চিমেতে ভায়।।"[১৯]

গীতিকায় বারোমাসি ছাড়াও ছয়মাসি (কঙ্ক ও লীলা), আটমাসী (মহুয়া, মলুয়া), দশমাসি (মহুয়া, মলুয়া) বর্ণিত হয়েছে। পরিণামগত বিচারে গীতিকার বারোমাসিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে; যথা—মিলনান্তক বারোমাসি (কমলা) এবং বিয়োগান্তক বারোমাসি।

বারোমাসিয়া গানগুলি এইভাবে ব্যক্তিক থেকে নৈর্ব্যক্তিক হয়ে উঠেছে। যা ছিল কৃষিজীবন ভিত্তিক উর্বরাশক্তির সঙ্গে অন্বিত, তা ক্রমান্বয়ে নারীর সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা প্রকাশের মাধ্যম হয়ে উঠেছে এবং তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পুরুষের বারোমাসিয়া। বারোমাসিয়া ক্রমে মানুষের বার্ষিক জীবনযাত্রার করুণ দলিলে পরিণত হয়েছে। epicentre থেকে ক্রমশ সরে আসা লোকসঙ্গীতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বারোমাসিয়া গানেও এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়।

১.৬.৮ জারি

মুসলিম সমাজে কারবালার শোকাবহ কাহিনি নিয়ে রচিত এবং মহরম উপলক্ষে গীত গানকে জারিগান বলা হয়। জারিগান আসলে শোকের বিলাপের গান। পুরুষেরা এই গান করে, নারীরা এই গানে অংশগ্রহণ করে না। আরবের কারবালার প্রান্তরে হাসান-হোসেনের

সঙ্গে এজিদের যুদ্ধ এবং যুদ্ধে হাসান-হোসেনের করুণ মর্মান্তিক পরিণতিই এগানের মূল উপজীব্য বিষয়। জারিগান মূলত নৃত্যসম্বলিত গান। এই গানে করুণ রসের পাশাপাশি যুদ্ধের ঘটনা থাকায় বীররসেরও স্ফূরণ লক্ষ করা যায়। এ গানে জং বা ঘুঙুর ছাড়া অন্যকোনো বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয় না। জারিগানের দলপতি বা রচয়িতাকে কোথাও কোথাও 'বয়াতি' বলা হয়ে থাকে। বাংলাদেশের ময়মনসিংহে জারিগানের ব্যাপক প্রচলন লক্ষ করা যায়। পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের বহু প্রত্যন্ত গ্রামে এখনও মহরমের সময় জারিগানের বহুল প্রচলন আছে। 'তিতাস একটি নাম'—উপন্যাসে রামপ্রসাদ ও বাহারুল্লার কথোপকথনে কয়েকটি জারিগানের কথা জানতে পারা যায়, যথা—'মনে লয় উড়িয়া যাই কারবালার ময়দানে'; 'জয়নালের কান্দনে, মনে কি আর মানে রে, বিরিক্ষের পত্র ঝরে;' 'বাছা তুমি রণে যাইও না, চৌদিকে কাফিরের দেশ, জহর মিলে, ত পানি মিলে না।'[২০]

১.৬.৯. সারি

জারি যেমন স্থলের গান, সারি তেমনি জলের গান। পূর্ববাংলার অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে সারিগানের প্রচলন ছিল। সারিগান মূলত নৌকা বাইচের গান। ভাটিয়ালি যেমন নদীমাতৃক বাংলাদেশের মাঝির একক কণ্ঠের গান, তেমনি সারি নৌকাবাইচের প্রতিযোগীদের সমবেত কণ্ঠের গান। বাইচের নৌকায় একজন মাঝি, একজন গায়ক এবং ত্রিশ-চল্লিশজন বৈঠা হাতে প্রতিযোগী থাকে। হালে থাকে মাঝি, নৌকার দুইপাশে বৈঠা হাতে প্রতিযোগীরা বসে। গায়ক গান ধরে, সেই গানের তালে তালে বৈঠা ফেলে প্রতিযোগীরা। ফলে, নৌকা ক্ষিপ্রগতিতে ছোটে। ঢোল, কাঁসি, করতাল প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার হয় এই গানে। নৌকাবাইচের নৌকাগুলি সাধারণ নৌকার থেকে স্বতন্ত্র হয়। নৌকাবাইচের নৌকাগুলি সরু ও লম্বা হয়। নৌকার মাথায় ফুলের মালা দিয়ে নৌকাকে পুজো করা হয়। নৌকার গায়ে নানা রঙে ফুল, লতা, ময়ূর প্রভৃতি আঁকা হয়। সারিগান দ্রুত লয়ের গান। কারণ, গানের তালে তালে দ্রুত বৈঠা টানে প্রতিযোগীরা। বৈঠাগুলি লম্বায় ও চওড়ায় ছোট হয়, এবং একই মাপের হয়।

'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের 'রাঙানাও' অংশে আমরা 'নাও দৌড়ের প্রতিযোগিতা' অর্থাৎ নৌকাবাইচের কথা জানতে পারি। এই নৌকাবাইচের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঔপন্যাসিক কয়েকটি সারিগানের উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গে একটি সারিগানের উল্লেখ করা যেতে পারে—

"তারে ডাক দে, দালানের বাইর হইয়া গো,
অ দিদি, প্রাণ বন্ধুরে তোরা ডাক দে।।"[২১]

১.৭. গীতিকা (Ballad)

আমাদের দেশে এবং পাশ্চাত্যে একধরনের ছন্দোবদ্ধ আখ্যানমূলক কাহিনি, যা মূলত গীত হতো, তাকে গীতিকা বা Ballad বলা হয়। তবে গীতিকা ও ব্যালাড হুবহু এক নয়। উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য দুই-ই বর্তমান। এর কারণ, উভয় দেশের, জল-হাওয়া, পরিবেশ-পরিস্থিতি, জীবনযাপনের ধরনের পার্থক্য।